ইউনিট ৩: শিক্ষায় কর্তৃত্ব ব্যবস্থা

Authority System in Education

ভূমিকা

সভ্যতার প্রথম যুগে জাতীয় শিক্ষার ধারণা না থাকলেও শিক্ষা যে অপরিহার্য ছিল তা সর্বজন বিদিত। যুগে যুগে নানাভাবে শিক্ষার উদ্যোগকে কার্যকরী করতে এবং শিক্ষার বিকাশ তথা শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রশাসনিক কাঠামো দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোথাও ধর্ম, কোথাও স্থানীয় জনসাধারণ, কোথাও রাষ্ট্র দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রাচীন যুগে বিশেষ করে স্পার্টা ও এথেন্সের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, রোমের শিক্ষার স্বায়ত্বশাসিত কর্তৃপক্ষ, প্রাচীন ভারতের মুনি, ঋষি ও যাজকদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইউরোপের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, ভারতের শিক্ষা প্রসারে সুলতান ও সম্রাটদের অবদান এবং আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্তমান ইউনিটের ৩টি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১: প্রাচীন যুগ
পাঠ ৩.২: মধ্য যুগ
পাঠ ৩.৩: আধুনিক যুগ

পাঠ ৩.১: প্রাচীন যুগ
Ancient Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাচীন যুগে গ্রীক নগর রাষ্ট্র স্পার্টা, এথেন্স ও রোমের শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ-এর প্রধান দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রাচীন যুগে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত স্পার্টা শিক্ষা

সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত এথেনীয় শিক্ষা

প্রাচীন যুগে মিশর, ব্যাবিলন ও অ্যাসেরিয়া, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশে নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে উঠলেও কোন প্রশাসনিক কাঠামো দ্বারা তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কোন নিদর্শন মেলে না। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টায়। নগর রাষ্ট্র স্পার্টায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত ছিল। প্রত্যেকটি নবজাতক শিশুকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে মনে করা হত। তাই স্পার্টার সকল সবল ও স্বাস্থ্যবান শিশুকে সাত বৎসরে পদার্পণ করা মাত্র রাষ্ট্র পরিচালিত আবাসিক সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী নগর রাষ্ট্র এথেন্সে শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। এখানে সরকারী সাহায্যে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত। এ সময়ে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু অনিয়মিত বিদ্যালয়ও ছিল। এসব বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল শহরের আনাচে কানাচে অথবা গাছের ছায়ায়। এসব বিদ্যালয়কে বলা হত Dermos বা ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়। জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এসব বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল Council of the Areopagus-এর। এথেন্সে শিক্ষা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও প্লেটো ও এরিস্টটলের ন্যায় এথেনীয় দার্শনিক ও শিক্ষকগণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখার সপক্ষে ছিলেন।

রোমে স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা ও পরিবারের ভূমিকা

সরকারী আর্থিক অনুদান ও রোমে রাজকীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

প্রাচীন রোমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত গ্রীকদের শিক্ষা পদ্ধতির আদর্শে গড়ে উঠেছিল। বহু গ্রীক পণ্ডিত রোমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিল। প্রথম দিকে রোমান শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত এবং সাধারণ শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হত। নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া রোমীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিবারের মর্যাদা স্বীকৃত ছিল বলে পরিবার সমাজ জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এ সময় রোমান শিক্ষায় গার্হস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হত। ফলে পরিবারে অভিভাবকগণ তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সন্তানকে Virbonus বা শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত করতে সচেষ্ট থাকত। উল্লেখ্য যে, রোমান সম্রাটগণ ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

নিমিত্তে সহযোগিতাসহ আর্থিক অনুদান প্রদান করতেন। কিছু কিছু শিক্ষকদের বেতন দিয়ে অথবা শিক্ষকদের বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা ও উপাধি দিয়ে অথবা ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান করে শিক্ষার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট থাকতেন। এইভাবে বিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে রাজকীয় সরকারের হাতে এসে পড়ে। ৪২৫ খ্রী: থিউডোসিয়াস (Theodosius) এবং ভেলেনটিনিয়ান (Valentinian) ঘোষণা করেন যে সম্রাট হলেন সাম্রাজ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একমাত্র অধিকারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

ঋষি তথা আচার্য বা উপাধ্যায় নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা মূলতঃ আচার্যকেন্দ্রিক ছিল। প্রাচীন ঋষিরাই ছিলেন আদি গুরু-আচার্য। এই যুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় তপোবনের নির্জন ও শান্ত পরিবেশে ঋষির কুঠিরই ছিল বিদ্যালয়। গুরু বা আচার্যের এই বিদ্যালয়রূপ কুটিরে ছাত্র-শিক্ষক ঠিক পিতা-পুত্রের ন্যায় স্নেহ-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা বিদ্যা চর্চা করত। এমনিভাবে গড়ে উঠত ভিন্ন ভিন্ন ঋষির তপোবন আশ্রম আবাসিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া জনসমাজে ও লোকালয়ে গৃহ শিক্ষকরা শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষকগণকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হত - আচার্য ও উপাধ্যায়। আচার্যরা শিক্ষার জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। অন্যদিকে উপাধ্যায়েরা শিক্ষার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে এসব ঋষি তথা গুরুরূপ আচার্য বা উপাধ্যায় ছিলেন মূখ্য নিয়ামক। তাঁদের হাতেই ছিল স্ব স্ব তপোবন কুটির বিদ্যালয় বা গৃহ বিদ্যালয়সমূহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার। মূলতঃ এঁরাই ছিলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সংগঠন, শিক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্তা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের বিষয়টি কোন দেশে পরিলক্ষিত হয়?
   ক. চীন
   খ. ভারত
   গ. স্পার্টায়
   ঘ. মিশর

২. প্রাচীন রোমের শিক্ষাব্যবস্থা কোন ধরনের ছিল?
   ক. সরকারি
   খ. স্বায়ত্বশাসিত
   গ. বেসরকারি
   ঘ. আধ-সরকারি

৩. এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম দিকে কাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো?
   ক. জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে
   খ. সরকারি নিয়ন্ত্রণে
   গ. স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে
   ঘ. যাদুকরদের নিয়ন্ত্রণে

উত্তরমালা: ১. গ; ২. খ; ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক কে?
২. এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থা কাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত?
৩. এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনের দায়িত্ব কার ছিল?
৪. রোমের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক কে?
৫. প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা কাদের হাতে ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন যুগে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন?
২. প্রাচীন যুগে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

পাঠ ৩.২: মধ্য যুগ
Medieval Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মধ্যযুগে ইউরোপে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিবরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মধ্যযুগের ভারতে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবেন।

মধ্যযুগে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ

যাজক নিয়ন্ত্রিত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা

বেনেডিক্ট আইন

মঠ ও স্কুলের প্রধান নিয়ন্ত্রক এ্যাবট

মধ্যযুগের প্রারম্ভে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও রোমান ধর্মযাজকদের প্রভাবে ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রীক ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পরিবর্তে সন্ন্যাসবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রধানত মঠ-কেন্দ্রিক। মঠ-কেন্দ্রিক স্কুলগুলিকে বলা হত মনাষ্টিক (Monastic) স্কুল। স্কুলগুলির পাঠ্য বিষয় ছিল ধর্মভিত্তিক। ইটালীস্থ রোম ও নেপল্‌সের মধ্যবর্তী মন্টিক্যাসিনোর সন্ন্যাসবাদের প্রতিষ্ঠাতা নার্সিয়ার সেন্ট বেনেডিক্ট (৪৮০-৫৪৩ খ্রী:) ছিলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিধান কর্তা এবং আইন প্রবর্তক। বেনেডিক্ট আইন (Benedict Rule) নামে খ্যাত তাঁর নির্দেশনামা (যেমন- শারীরিক পরিশ্রম, দিবসের নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ, পীড়িতদের সেবা প্রদান, গরীব লোকদের আশ্রয় প্রদান, অবসরে অধ্যয়ন, প্রামাণ্য গ্রন্থ নকল প্রভৃতি) তৎকালে মঠ স্কুলগুলি পরিচালনায় বাইবেলের মত অনুসৃত হত। বেনেডিক্ট ঘোষণা করেন যে, অলসতা আত্মার পরম শত্রু। এই অলসতাকে দূর করতে দিবসকে সাত ভাগে বিভক্ত করে উহার চারভাগ প্রার্থনার কাজে এবং বাকী তিন ভাগ কায়িকশ্রমে যেমন ক্ষেতের কাজে, দোকান পরিচালনায় এবং পড়াশুনায় ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে মঠ স্কুলগুলির আইন-শৃঙ্খলা ছিল খুবই কঠোর। মঠ এবং স্কুলের প্রধান নিয়ন্ত্রক বা অধ্যক্ষ হিসাবে এ্যাবট ছিল মঠের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর আদেশ-নির্দেশ কোনক্রমেই অমান্য করা চলত না। এ্যাবটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত ছিল। তবে কোন উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর সহচরবৃন্দের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হত। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ ও সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মঠ ও স্কুলসমূহ পরিচালনার জন্য অর্থের কখনও অভাব হত না।

ইউরোপে স্বায়ত্বশাসিত উচ্চ শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রি প্রদানের অধিকার, কারিকুলাম এবং শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

মধ্যযুগে ইউরোপে উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসবের মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সেলার্ণো বিশ্ববিদ্যালয় (Selarno University), দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ইতালীর বলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় (Bologna University), প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড (Oxford University)

উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধর্মযাজকদের মত সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে বিশিষ্ট ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ H. G. Good বলেন, "ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ আওতাধীন ছিল। অপরাধীকে বন্দী-তার বিচার-কারাদণ্ড অথবা জরিমানা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের। নগর কর্তৃপক্ষ অপরাধী ছাত্রদিগকে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অর্পণ করতে বাধ্য ছিল"। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে বাহির থেকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা যেত না। এমনকি জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সবধরনের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা লাভের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাছাড়া ধর্মযাজকগণ শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের অনুমতি পায় এবং শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণের সুযোগ লাভ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্য একটি বিশেষ অধিকার ছিল ডিগ্রি প্রদান করা। ইতিপূর্বে এই অধিকারটি ছিল এককভাবে মঠ-এর। ডিগ্রি প্রদানসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজস্ব কারিকুলাম এবং শিক্ষা পদ্ধতি স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করত। উল্লেখ্য যে, শাসক গোষ্ঠী এবং যাজক সম্প্রদায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

মধ্যযুগের ভারতে মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব-মাদ্‌রাসা ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষায় মৌলভীদের কর্তৃত্ব

ইউরোপে যেমন মঠকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তেমনি অনুরূপভাবে মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষেও মসজিদকে কেন্দ্র করে মক্তব-মাদ্‌রাসা গড়ে উঠেছিল । মক্তবের শিক্ষা ছিল মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তর। যা ছিল তৎকালে মূলত মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম স্বরূপ। আর মুসলিম শিক্ষায় মাদ্‌রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তবের মত অধিকাংশ মাদ্‌রাসা মসজিদের পাশেই গড়ে তোলা হত। মক্তবে ও মাদ্‌রাসায় মৌলভীগণ ধর্মভিত্তিক শিক্ষাদান করতেন। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনায় স্ব স্ব মক্তব মাদ্‌রাসার মৌলভীরাই ছিলেন প্রধান কর্তা। ফলে মক্তব মাদ্‌রাসার পাঠ্য বিষয় এক ছিল না। তবে কখনও কখনও পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণে শাসকদের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্রাট আকবরের নির্দেশ

সম্রাট আকবরের নির্দেশ ছিল শিক্ষার্থীরা প্রথমে ফারসী বর্ণমালা ও উচচারণ শিখবে এবং ছেদ-চিহ্ন কোথায় পড়বে তা শিখবে। এগুলি শেখার পর যুক্তবর্ণ শিখবে এবং এক সপ্তাহ পর ছোট ছোট নীতি কথা বা ধর্ম সম্পর্কীয় পদ্য-গদ্য রচনা পড়তে চেষ্টা করবে। এর মধ্যে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ থাকবে। ছাত্ররা যতটা সম্ভব স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন মাত্র। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকদের কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে। যথা- বর্ণমালা, শব্দার্থ, যুক্তবর্ণ, নতুন অর্ধশ্লোক শিক্ষা, দ্বি-চরণ শ্লোকশিক্ষা, যা পড়া হল তার পুনরাবৃত্তি।

সম্রাট আকবর যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে একটি গতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যাতে ছাত্ররা অল্প সময়ে লেখা-পড়া শিখতে পারে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, শিক্ষার্থীরা যা পড়বে তার শব্দার্থ শিক্ষককে বলে দিতে হবে। অর্থাৎ না বুঝে পড়া চলবে না।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সংকীর্ণ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, মাতৃভাষা, অন্যান্য দেশের ভাষা ও দর্শন প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সমীচিন বলে মনে করতেন। এ ছাড়া শিক্ষাকে দ্রুত কার্যকরী করার পক্ষপাতী ছিলেন।

শিক্ষায় সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, অসমান পাঠ্যক্রম, শিক্ষাকেন্দ্র তদারকীর অনুপস্থিতি

মধ্যযুগে ভারতে জনশিক্ষার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। শাসকগণ পণ্ডিত ব্যক্তিদের লাখেরাজ সম্পত্তি বা বৃত্তিদান করতেন। এঁরাই মক্তব-মাদ্‌রাসা স্থাপন করে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু জনশিক্ষা ব্যাপক ভিত্তিক করার জন্য বা বিভিন্ন মক্তব বা মাদ্‌রাসা একই নিয়মে ও একই বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা শিক্ষার মান উন্নত রাখার উদ্দেশ্যে সরকার পরিচালিত কোন শিক্ষা বিভাগ ছিল না। শিক্ষার্থীদের জন্য কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এবং শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ তদারক করার কোন নিয়ম বা সংস্থা ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মধ্যযুগে ইউরোপে যাজক নিয়ন্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কীরূপ ছিল?
   ক. ধর্মভিত্তিক খ. ধর্ম নিরপেক্ষ
   গ. গণমূখী ঘ. ব্যক্তি কেন্দ্রিক

২. মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তর কোনটি?
   ক. মাদ্‌রাসা খ. মক্তব
   গ. টোল ঘ. বিহার

৩. মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম শিক্ষার উচ্চ প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয় খ. মক্তব
   গ. উচ্চ বিদ্যালয় ঘ. মাদ্‌রাসা

উত্তরমালাঃ ১. ক; ২. খ; ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বেনেডিক্ট আইন বলতে কি বুঝায়?
২. এ্যাবট কাকে বলা হত?
৩. মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করুন।
৪. মধ্যযুগের ভারতে মক্তব-মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কারা নিয়ন্ত্রণ করত?
৫. পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে মুগল সম্রাট আকবরের কী নির্দেশ ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মধ্যযুগে ইউরোপে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিবরণ দিন?
২. মধ্যযুগে ভারতে শিক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

পাঠ ৩.৩: আধুনিক যুগ
Modern Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আধুনিক যুগে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আধুনিক যুগে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রক সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আধুনিক যুগে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক যুগে সকল রাষ্ট্রই শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। এ সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামো দ্বারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে শিক্ষা প্রশাসন। রাষ্ট্রের মতাদর্শ দেশে দেশে অভিন্ন নয়। তাই শিক্ষা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম দেখা যায়।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা যৌথভাবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। তবে স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। স্থানীয় সরকারের সঙ্গে জাতীয় সরকারও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খুবই নগন্য। মূলতঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় শিক্ষায় জনগণের ভূমিকা নিরপেক্ষ। যদিও তারা শিক্ষা কর প্রদান করে থাকে।

সুইডেন

সুইডেনের শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে শিক্ষার ব্যয়ভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহন করে।

আমেরিকা

আমেরিকার শিক্ষায় ফেডারেল সরকারের ভূমিকার তুলনায় অঙ্গরাজ্যসমূহের সরকারের উপর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব অধিক। কার্যত অঙ্গরাজ্য সরকার ডিষ্ট্রিক্টের উপর স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। স্থানীয় স্কুল ডিষ্টিক্টের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত এলাকার শিক্ষা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শিক্ষার ব্যয়ভারও তারা বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সরাসরি অঙ্গ রাজ্যসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না করলেও অঙ্গরাজ্যসমূহকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় জাতীয় সরকারের কোন সাংবিধানিক দায়িত্ব নেই। এখানে শিক্ষা পরিচালনায় প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বই চূড়ান্ত। শিক্ষায় স্থানীয় জনসাধারণের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। ফেডারেল সরকার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে মাত্র।

জাপান

জাপানে শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত। জাপানে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। তবে জাতীয় সরকার, প্রিফেকচার ও স্থানীয় সরকার যৌথভাবে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে।

চীন

চীনে কেন্দ্রীয় সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হল শিক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত নীতি নির্ধারক। তবে এসব নীতি বাস্তবায়নের কাজে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনসাধারণ এবং বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে।

ভারত

ভারতের সংবিধান অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত। প্রতিটি রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হল স্ব স্ব রাজ্যের শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণ ও পাঠক্রম প্রণয়ন করা। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণভার রাজ্য সরকারের। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শিক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের শিক্ষার ব্যয়ভার রাজ্য সরকারই বহন করে। কেন্দ্রীয় সরকার তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের শিক্ষার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে এবং রাজ্য সরকারকে অর্থ প্রদান করে।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার শিক্ষানীতি নির্ধারণ, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং শিক্ষার সর্ববিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রণয়ন ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। ইহার অনুসৃত নীতি ও শিক্ষা প্রোগ্রাম ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তরের প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় এলাকায় কার্যকরী করা হয়। শিক্ষার ব্যয়ভার প্রধানত সরকার বহন করে। শিক্ষার ব্যয়ভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষও আংশিকভাবে বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক কে?
   ক. স্থানীয় সরকার
   খ. কেন্দ্রীয় সরকার
   গ. আঞ্চলিক সরকার
   ঘ. প্রাদেশিক সরকার

২. সুইডেনে শিক্ষার ব্যয়ভার-এর দায়িত্ব কার?
   ক. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ
   খ. প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ
   গ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
   ঘ. আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ

৩. ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত?
   ক. রাজ্য সরকারের উপর
   খ. কেন্দ্রীয় সরকারের উপর
   গ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর
   ঘ. আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের উপর

উত্তরমালা: ১. খ; ২. গ; ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক যুগে ইংল্যান্ডে শিক্ষা ব্যবস্থা কে নিয়ন্ত্রণ করে?
২. আমেরিকায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কার?
৩. বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কার হাতে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।